আধুনিক প্রেক্ষাপটে

যাকাতের বিধান

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী
মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী

সম্পাদনা
মোঃ শহীদুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী
মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী

বি আই এল আর এল এ সি-২৪

ISBN : 978-984-91686-4-5

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১৮

পরিমার্জিত মুদ্রণ : মার্চ, ২০২১

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স বিভাগ

প্রচ্ছদ
ইলয়াস হোসাইন

মুদ্রণ
মারজান প্রিন্টিং প্রেস

দাম ঃ ২৫০ টাকা US $ 10

ADHUNIK PREKKHAPOTE JAKATER BIDHAN : (Rulings of Zakat in Contemporary Perspectives), Written by Dr. Md. Ruhul Amin Rabbani and Mufti Muhiuddin Kasemi Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Marjan Printing Press, Dhaka, Price Tk. 250 US $ 10

প্রকাশকের কথা

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের তৃতীয়। পবিত্র কুরআনে নামাযের সাথে সাথেই যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নামায হলো দৈহিক ইবাদত আর যাকাত আর্থিক ইবাদত। দু'টোকে একত্রে উল্লেখ করার মাধ্যমে দৈহিক ও আর্থিক সকল ইবাদত পালনের ব্যাপারে সমভাবে যত্নশীল হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

যাকাত বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মাঝে মানবিক সেতু বন্ধন তৈরি করে। যাকাত অন্যায়, অনাচার, বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের একটি কার্যকরী মাধ্যম। এতদসত্ত্বেও যাকাতের বিধানাবলি আমাদের সমাজে যথাযথ গুরুত্ব পায় না। যারা যাকাত দেন তাদের অনেকে যথাযথ হিসাব করেন না। থোক্ বরাদ্দের ভিত্তিতে কিছু দিয়ে দেন যা যাকাতের উদ্দেশ্যকে ধারণ করে না। বস্তুত যাকাতের আহকাম, মাসায়িল এবং ব্যয়ের ক্ষেত্র ইত্যাদি অবগত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য।

যাকাতদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও যাকাতের মাধ্যমে সমাজের বহুমুখী কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ সেন্টার থেকে প্রকাশিত ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রকাশ করেছে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে যাকাতের বিধান ও হিসাব সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থের খোঁজ করেন। গণমানুষের এই চাহিদা ও বিষটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার আধুনিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যাকাত সম্পর্কিত একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতি ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী প্রণীত 'আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান' শীর্ষক গ্রন্থ।

আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ দ্বারা সকল পাঠক উপকৃত হবেন। বিশেষ করে সকল শ্রেণী পেশার সামর্থবান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, যাকাত সংগ্রহকারী, যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষাবিদদের জন্য এটি পথনির্দেশক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহ আমাদের এ উদ্যোগকে কবুল করুন। আমীন।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

মুখবন্ধ

আলহামদুলিল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ।

পবিত্র রমযান মাস বাংলাদেশে একটা ভিন্ন আবহ তৈরি করে। মসজিদগুলোতে নামাযীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটেও একটা ভিন্ন পরিবেশ বিরাজ করে। রমযান অর্থনীতিতে যাকাতের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। যদিও যাকাতের লেনদেন বছরের যে কোন সময় হতে পারে কিন্তু অঘোষিতভাবে রমযান মাসেই দাতা ও গ্রহীতাগণের মধ্যে সিংহভাগ লেনদেন হয়ে থাকে। দেশের হাজার হাজার কওমী মাদরাসা ও মক্তবের ব্যয় নির্বাহের বড় অংশ যাকাত থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকে। এছাড়া বহু এতীমখানা বৃদ্ধাশ্রম, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও যাকাত নির্ভর কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যাকাত সংগ্রহ করে।

দু'শত বছর আগেও যাকাতের উৎস তথা দাতাদের শ্রেণিচরিত্রে তেমন বৈচিত্র ছিল না। কারণ বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হওয়ার পথ-প্রক্রিয়া ছিল প্রায় নির্দিষ্ট ও সীমিত। কিন্তু বর্তমানে হালাল উপায়েও বিত্তবান হওয়ার হাজারো পথ উন্মুক্ত এবং আয় উপার্জন, ব্যবসা বাণিজ্যের ধরনে এতোটাই বৈচিত্র এসেছে যে, এগুলোর প্রকারভেদ নির্ণয়ও যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। বলা চলে, শিল্প বিপ্লবের পর ব্যবসা বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বহুমুখী হওয়ার কারণে যাকাতের আধুনিক ক্ষেত্রগুলো বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে। সেই সাথে এগুলোর হিসাব নিকাশেও রয়েছে পদ্ধতিগত ভিন্নতা, যা পূর্বেকার যাকাতদাতাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাচে ফেলে মূল্যায়ন করলে সঠিক হবে না।

অপর দিকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণির যাকাতগ্রহীতার মধ্যেও কোন কোন খাত এখন আর পূর্বের অবস্থায় নেই, যেমন দাসমুক্তি। এছাড়া অন্যান্য খাতগুলোর ব্যাপ্তি ও পরিধির ব্যাপারেও যথেষ্ট চিন্তা গবেষণার অবকাশ আছে। কিন্তু সমস্যা হলো এসব বিষয় একান্তই শরীয়া বিশেষজ্ঞদের কাজ। সেই সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আধুনিক সমাজ ও অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়া এসব বিষয়ে একজন আলেম কিংবা সাধারণ অর্থনীতিবিদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত ও উপসংহারে পৌঁছানো দুরূহ ব্যাপার। কেননা যুগের উৎকর্ষ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে যাকাত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাকাত বিষয়ে নানামুখি অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিচালিত হয়। কোন কোন দেশে একাডেমিক অধ্যয়নের জন্য যাকাত

ইনিস্টিটিউটও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা, মাস্টার্স ইত্যাদি ডিগ্রি চালু হয়েছে। পাশাপাশি এমফিল, পিএইচডিসহ উচ্চতর গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

অন্যদিকে যাকাত সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সুচিন্তিত বণ্টনের মাধ্যমে যাতে বেশি করে মানুষের উপকার নিশ্চিত করা যায় এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত "সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট" উল্লেখযোগ্য। ইতোমধ্যে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহু মুসলিম দেশে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা অনুসরণীয় হয়ে ওঠেছে।

যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বাংলাদেশী একটি প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগত এ সাফল্য সকলের জন্য সুখকর হলেও এদেশে যাকাত নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার চিত্র একেবারেই ভিন্ন। এদেশে মানবকল্যাণের এ গুরুত্বপূর্ণ উৎস নিয়ে বিশেষ কোন অধ্যয়ন ও গবেষণা দৃষ্টিগোচর হয় না।

এ শূণ্যতা দূর করার প্রয়াস এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান বিষয়ক গ্রন্থের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে যাকাত সম্পর্কিত সমসাময়িক কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে কয়েক বছর আগে আমরা প্রশ্নাকারে বাংলাদেশের খ্যাতিমান ৩০ জন মুফতীর কাছে সমাধানের জন্য পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফোনে কয়েকজনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছাড়া লিখিত কোন জবাব পাইনি। ফলে এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার উদ্যমে ভাটা পড়ে। কিন্তু বিষয়টি এমন, আমরা নির্বিকার থাকলেও এই ঘাটতির অনুভূতিটা প্রতি বছর রমযানের আগমনে আরো প্রকট হয়। চাহিদা ও আমাদের অনুরোধে সেই ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসেন ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মহিউদ্দীন কাসেমী। উভয়েই অপেক্ষাকৃত তরুণ ও মেধাবী। সৃষ্টিশীল রচনায় উভয়েই ইতোমধ্যে বোদ্ধামহলে অভিনন্দিত হয়েছেন। "আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান" পাণ্ডুলিপি রচনা করতে গিয়ে তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এজন্য তারা মোবারকবাদ পাওয়ার অধিকারী।

"আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান" গ্রন্থে বর্তমান অবস্থায় যাকাতের উৎসগুলো চিহ্নিত করা এবং ব্যবসায়ীগণ কিভাবে যাকাতের হিসাব করবেন তা দেখানো হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি সেক্টরের ভিন্ন ভিন্ন যাকাত বিবরণী ছক আকারে দেয়া হয়েছে। যুগ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে গবেষণা ও দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনায় যাকাত ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে।

আমরা বিনয়ের সাথে বলবো, একাজটি নিঃসন্দেহে অনেক জটিল। আমরা বিষয়গুলো অভিজ্ঞ মহলের সামনে নিয়ে আসার উদ্দেশে এ কাজে হাত দিয়েছি। এখানে ভুলত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অভিজ্ঞ মহল বিষয়গুলো সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দিকনির্দেশনা ও তথ্য দিলে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে সেগুলোকে সংযোজনের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই সাথে আশা করি আমাদের পরিবেশিত তথ্য-উপাত্তগুলো এ সম্পর্কে সঠিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে আরো জোরালো করবে, আর পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহে প্রয়াস পাবেন। এই পুস্তক যাকাতদাতা এবং যাকাতের উৎস ও খাতগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলকে নতুন বার্তা দেবে। গ্রন্থপাঠে যাকাতদাতাগণ যাকাতদানের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ মতো আরো সচেতন ও যত্নবান হলে আমাদের এই আয়োজন সার্থক হবে।

যা কিছু সত্য ও সঠিক হয়েছে এজন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া এবং ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও শোধরানোর তৌফিক কামনা করছি।

বিনীত

মোঃ শহীদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : যাকাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

বিষয় পৃষ্ঠা

যাকাতের শাব্দিক অর্থ ১৫
যাকাতের পারিভাষিক অর্থ ১৬
সাদ্‌কাহ ১৮
যাকাত নামকরণের কারণ ১৯
যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতা ১৯
কুরআনের নির্দেশ ২০
হাদীস থেকে প্রমাণ ২১
ইজমা'র মাধ্যমে প্রমাণ ২৩
কিয়াস তথা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ২৩
পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহে যাকাত ২৪
যাকাতের অপরিহার্যতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ ২৫
১. যাকাতের অপরিহার্যতার অন্তর্নিহিত সামগ্রিক উদ্দেশ্য ২৬
২. যাকাতের অপরিহার্যতার বিশেষ উদ্দেশ্য ২৮
৩. যাকাতের অপরিহার্যতার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য ৩০
যাকাত আদায় না করার পরিণতি ৩১
যাকাত আদায় না করার ইহকালীন শাস্তি.................................... ৩২
যাকাত আদায় না করার পরকালীন শাস্তি.................................... ৩৩
যাকাত আবশ্যিক হওয়ার শর্তাবলি ৩৬
প্রথম শর্ত : মুসলমান হওয়া ৩৬
দ্বিতীয় শর্ত : প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৩৭
তৃতীয় শর্ত: জ্ঞানবান হওয়া ৩৭
চতুর্থ শর্ত : যাকাত আবশ্যিক হওয়ার জ্ঞান থাকা ৩৮
পঞ্চম শর্ত : আজাদ হওয়া ৩৮
ষষ্ঠ শর্ত : নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া ৩৮
সপ্তম শর্ত : প্রবৃদ্ধিমান সম্পদ হওয়া ৩৯
অষ্টম শর্ত : সম্পদ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া ৩৯

বিষয় পৃষ্ঠা

নবম শর্ত : মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া.......................... ৪১
দশম শর্ত : ঋণমুক্তি ৪২
একাদশ শর্ত : আয়ত্তাধীন থাকা ৪৫
দ্বাদশ শর্ত : অন্যের অধিকার মুক্ত হওয়া ৪৫
ত্রয়োদশ শর্ত : সম্পদে তিনটি গুণের কোনো একটি বিদ্যমান থাকা ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: যাকাতযোগ্য সম্পদ ও এর পরিমাণ

এক: স্বর্ণ, রৌপ্য, অলংকার ও নগদ অর্থ.. ৪৭
ক. স্বর্ণ ও রৌপ্য... ৪৭
খ. অলংকারের যাকাত.. ৪৯
গ. স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য অলংকারের যাকাত................. ৪৯
ঘ. নগদ অর্থ ৫০
ঙ. বৈদেশিক মুদ্রা...৫০
দুই: ব্যবসায়িক সম্পদ...৫০
ক. ব্যক্তিগত ব্যবসা. ৫১
খ. অংশীদারী ব্যবসা...৫৪
গ. বহুজাতিক কোম্পানি...৫৫
ঘ. সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি.......................................৫৫
ঙ. ভাড়ায় প্রদানকৃত সম্পদের যাকাত.....................................৫৫
তিন: পশুসম্পদ..৫৬
ক. গৃহপালিত পশু..৫৬
খ. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পালিত পশু.......................................৬৩
চার: ভূসম্পত্তি ৬৩
ক. ভূমির যাকাত ৬৩
খ. উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত ৬৭
গ. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ফলদ বাগানের যাকাত ৭০
ঘ. খনিজ সম্পদের যাকাত... ৭১
ঙ. গুপ্তধন ও প্রোথিত সম্পদের যাকাত.................................. ৭৩
চ. সামুদ্রিক সম্পদ ৭৩
পাঁচ: ব্যাংক ব্যালেন্স ও আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট.. ৭৪
ক. ব্যাংক হিসাবে সঞ্চিত অর্থের যাকাত................................ ৭৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

খ. বন্ড, প্রাইজবন্ড ও মনিটরি পেপার................................ ৭৪
গ. শেয়ার ও সিকিউরিটিজ.. ৭৫
ঘ. বিনিয়োগ ফান্ডের যাকাত.. ৭৬
ঙ. বীমা পলিসি ৭৭
ছয়: পেশাগত উপার্জন ৭৭
ক. পারিশ্রমিক ও বেতন-ভাতা ৭৭
খ. প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন ৭৮
সাত: শিল্প-কারখানা ৭৯
ক. মেশিনারিজ ৭৯
খ. কাঁচামাল.. ৭৯
গ. উৎপাদিত পণ্য.. ৮০
ঘ. সহায়ক দ্রব্য-সামগ্রির যাকাত ৮০
যাকাতের নিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ৮০
যে সব সম্পদে যাকাত আবশ্যিক নয়.......................................৮১

তৃতীয় অধ্যায় : যাকাত ব্যয়ের খাত ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

যাকাত আদায়ের শর্তাবলি. ৮৩
তামলিক বা মালিকানা প্রদান ৮৩
ফকীর ও মিসকীন. ৮৮
যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী.. ৮৯
যাদের মনোতুষ্ট করা প্রয়োজন..৯১
দাসমুক্তি.. ৯৭
ঋণগ্রস্ত লোকজন ৯৭
ফী সাবিলিল্লাহ...৯৯
নিঃস্ব পথিক-ইবনুস সাবিল ১০২
যেসব খাতে যাকাত ব্যয় করা নিষিদ্ধ....................................১০৪
ইসলামী গবেষণা কর্মে যাকাতের ব্যবহার...............................১০৭
যাকাতের অর্থে আইনগত সহায়তা ১১৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

চতুর্থ অধ্যায় : যাকাতের হিসাব

ব্যক্তিগত যাকাতের হিসাব... ১২৫
সামগ্রিক নীতিমালা... ১২৫
বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত সম্পদের যাকাত হিসাব........................ ১২৬
এক : স্বর্ণ, রৌপ্য, বিহিত মুদ্রার যাকাত হিসাব......................... ১২৬
দুই : স্থায়ী সম্পদের হিসাব ১২৭
তিন : ব্যবসায়িক ও শিল্প বিনিয়োগের যাকাত হিসাব................. ১২৮
চার : ফল ও ফসলের যাকাত হিসাব.................................... ১৩০
পাঁচ : পশু সম্পদের যাকাত হিসাব...................................... ১৩১
ছয় : খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত হিসাব. ১৩১
সাত : চাকুরির বেতন-ভাতার যাকাত হিসাব............................ ১৩২
আট : অনির্দিষ্ট পেশাজীবীর উপার্জনের যাকাত হিসাব................ ১৩৩
কোম্পানির যাকাত হিসাব ১৩৪
কোম্পানির যাকাত হিসাবের কর্মকৌশল................................. ১৩৪
বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির যাকাত হিসাব............................... ১৩৬
এক : বাণিজ্যিক কোম্পানির যাকাত হিসাব ১৩৬
দুই : শিল্প কোম্পানির যাকাত হিসাব ১৩৮
তিন : রিয়েল এস্টেট কোম্পানির যাকাত হিসাব ১৪০
চার : কৃষিজ কোম্পানির যাকাত হিসাব..................................১৪১
পাঁচ : চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী কোম্পানির যাকাত হিসাব............ ১৪৩
ছয় : ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত হিসাব........................ ১৪৪
সাত : ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানির যাকাত হিসাব. ১৪৭

পঞ্চম অধ্যায় : যাকাত ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

যাকাত ব্যবস্থাপনায় সরকারের কর্তব্য. ১৪৯
কুরআন থেকে প্রমাণ.. ১৪৯
হাদীস থেকে প্রমাণ. ১৫০
নবী সা. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের বাস্তব কর্মপন্থা. ১৫০
ফিকহী মাযহাবসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি. ১৫২
বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনা.................................. ১৫৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকৌশল........................১৫৪
বিশ্বব্যাপী যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান............................১৫৫
বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ১৫৫
যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থার প্রায়োগিক কার্যক্রম...................১৫৬
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে শরীয়াহ নীতিমালা.................১৫৭
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রে শরীয়াহ নীতিমালা..................১৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

পরিচয়...১৫৯
ফিতরার হুকুম ১৬০
ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার যৌক্তিকতা..১৬০
ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি..১৬২
ফিতরা আদায়ের সময়. ১৬৪
খাদ্যশস্যের মূল্যমাণে ফিতরা প্রদানের বিধান..................................১৬৬
ফিতরা ব্যয়ের খাত ১৬৮

পরিশিষ্ট

যাকাত বিষয়ক বিভিন্ন ফাতওয়া ও সিদ্ধান্ত. ১৭১
এক. ইসলামী সম্মেলন সংস্থা অধিভুক্ত ফিকহ একাডেমির ফাতওয়া....১৭১
দুই. রাবেতা আলম আল-ইসলামী অধিভুক্ত ফিকহ একাডেমির ফাতওয়া. ১৭৪
তিন. ইসলামী গবেষণা একাডেমি, কায়রো এর ফাতওয়া...............১৭৬
চার. ১ম যাকাত সম্মেলন কুয়েত এর ফাতওয়া...........................১৭৭
পাঁচ. ৩য় ইসলামী ব্যাংক সম্মেলন, দুবাই এর ফাতওয়া.................১৮০
ছয়. ‘যাকাত সংশ্লিষ্ট আধুনিক বিষয়’ শীর্ষক ১ম সেমিনারের সিদ্ধান্ত ...১৮০
সাত. ‘যাকাত সংশ্লিষ্ট আধুনিক বিষয়’ শীর্ষক ২য় সেমিনারের সিদ্ধান্ত..১৮৫
আট. ‘যাকাত সংশ্লিষ্ট আধুনিক বিষয়’ শীর্ষক ৩য় সেমিনারের সিদ্ধান্ত..১৮৭
নয়. ‘যাকাত সংশ্লিষ্ট আধুনিক বিষয়’ শীর্ষক ৪র্থ সেমিনারের সিদ্ধান্ত. ..১৮৯
দশ. দাল্লাহ আল-বারাকাহ আয়োজিত ৬ষ্ঠ সেমিনারের সিদ্ধান্ত ১৯২
যাকাত ক্যালকুলেটর..১৯৫
যাকাত বিষয়ক পরিভাষা ১৯৯